সত্য ঘটনা

যদি এমন হয়? এক ব্যক্তি, যিনি নামাজ পড়তেন না, এক নামাজি ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন:

—"মৃত্যুর পর যদি আমরা আবিষ্কার করি যে জান্নাত বলে কিছু নেই, জাহান্নামও নেই, কোনো শাস্তি নেই, কোনো পুরস্কারও নেই—তাহলে তুমি কী করবে?"

এরপর যে উত্তর তিনি পেলেন, তা ছিল বিস্ময়কর!

বর্ণনাকারী বলেন:

২০০৭ সালের কথা। লন্ডনের একটি আরব রেস্টুরেন্টে আমরা সূর্যাস্তের আগে রাতের খাবার খেতে ঢুকেছিলাম। আমরা বসার পর ওয়েটার এসে অর্ডার নিল। আমি আমার অতিথিদের কাছে কয়েক মিনিটের জন্য অনুমতি চেয়ে বাইরে গেলাম।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলে তাঁদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: — *"ডাক্তার সাহেব, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? অনেক দেরি করলেন! কোথায় ছিলেন?"*

আমি বললাম: — *"ক্ষমা করবেন, আমি নামাজ পড়ছিলাম।"*

তিনি মুচকি হেসে বললেন: — *"আপনি এখনো নামাজ পড়েন? ভাই, আপনি তো খুব সেকেলে!"*

আমি হেসে বললাম: — *"সেকেলে? কেন? আল্লাহ কি শুধু আরব দেশগুলোতেই আছেন? লন্ডনে কি আল্লাহ নেই?"*

তিনি বললেন: — *"ডাক্তার, আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। তবে অনুরোধ, আপনার স্বভাবসুলভ উদারতা নিয়ে আমার কথা শুনবেন।"*

আমি বললাম: — *"অবশ্যই। তবে আমার একটি শর্ত আছে।"*

তিনি বললেন: — *"বলুন।"*

আমি বললাম: — *"তোমার প্রশ্ন শেষ হলে তোমাকে স্বীকার করতে হবে— তুমি জিতেছ নাকি হেরেছ। রাজি?"*

তিনি বললেন: — *"রাজি। আমি কথা দিলাম।"*

আমি বললাম: — *"তাহলে শুরু করা যাক।"*

তিনি বললেন: — *“কত বছর ধরে নামাজ পড়ছ?”*

আমি বললাম: — *“সাত বছর বয়সে নামাজ শিখেছি, নয় বছর বয়সে ঠিকমতো আয়ত্ত করেছি। তারপর থেকে কখনো ছাড়িনি, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও ছাড়ব না।”*

তিনি বললেন: — *“ঠিক আছে। কিন্তু যদি মৃত্যুর পর জানতে পারো— জান্নাত নেই, জাহান্নাম নেই, কোনো সওয়াব নেই, কোনো শাস্তিও নেই— তখন কী করবে?”*

আমি বললাম: — *“তোমার অনুমান ধরে নিয়েই উত্তর দিচ্ছি। যদি সত্যিই জান্নাত-জাহান্নাম না থাকে, তাহলে আমি কিছুই করব না। কারণ আমি মূলত আল্লাহর ইবাদত করি না জাহান্নামের ভয়ে, না জান্নাতের লোভে। যেমন হযরত আলী (রা.) বলেছেন:*

إِلٰهِي مَا عَبَدْتُكَ خَوْفًا مِنْ نَارِكَ وَلَا طَمَعًا فِي جَنَّتِكَ وَلٰكِنْ عَبَدْتُكَ لِأَنَّكَ أَهْلٌ لِلْعِبَادَةِ

অর্থাৎ: *“হে আমার রব! আমি তোমার ইবাদত করিনি তোমার আগুনের ভয়ে, আর না তোমার জান্নাতের লোভে; বরং তোমার ইবাদত করেছি কারণ তুমি ইবাদতের যোগ্য।”

তিনি বললেন: — *“আর তোমার সেই নামাজ, যা তুমি দশকের পর দশক ধরে পড়ে এসেছ? যদি দেখো নামাজি ও বেনামাজি সবাই সমান?”*

আমি বললাম: — *“আমি আফসোস করব না। কারণ নামাজ তো আমার জীবন থেকে দিনে মাত্র কয়েক মিনিট নিয়েছে। আমি এটাকে শারীরিক ব্যায়াম হিসেবেই ধরে নেব।”*

তিনি বললেন: — *“আর রোজা? বিশেষ করে লন্ডনে, যেখানে কখনো কখনো ১৮ ঘণ্টারও বেশি সময় রোজা রাখতে হয়!”*

আমি বললাম: — *“তাহলে আমি এটাকে আত্মিক ব্যায়াম হিসেবে গণ্য করব। রোজা আমার নফস ও আত্মাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে, আত্মসংযম শিখিয়েছে। উপরন্তু এতে শারীরিক উপকারও রয়েছে। এমনকি বহু আন্তর্জাতিক গবেষণা— যেগুলো ইসলামী প্রতিষ্ঠান নয়— তাও দীর্ঘ সময় খাবার থেকে বিরত থাকার উপকারিতা স্বীকার করেছে।”*

তিনি বললেন: — *“তুমি কি কখনো মদ খেয়েছ?”*

আমি বললাম: — *“না, জীবনে একবারও না।”*

তিনি অবাক হয়ে বললেন: — *“একবারও না?!”*

আমি বললাম: — *“না, একবারও না।”*

তিনি বললেন: — *“তাহলে যদি আমার কথাই সত্যি হয়, তুমি তো মদের আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলে!”*

আমি বললাম: — *“বরং আমি নিজেকে তার ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছি। কত মানুষ মদের কারণে অসুস্থ হয়েছে, কত পরিবার ধ্বংস হয়েছে! আন্তর্জাতিক বহু গবেষণা ও স্বাস্থ্য সংস্থাও মদ্যপানের ক্ষতি এবং আসক্তির বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছে।”*

তিনি বললেন: — *“আর হজ ও উমরাহ? যদি মৃত্যুর পর জানতে পারো যে এসবের কোনো মূল্যই ছিল না, আল্লাহও নেই?”*

আমি বললাম: — *“তোমার অনুমান অনুযায়ী উত্তর দিচ্ছি। তাহলে আমি হজ ও উমরাহকে এক সুন্দর ভ্রমণ হিসেবেই গণ্য করব। এমন এক ভ্রমণ, যা আমার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, মনকে প্রশান্ত করেছে এবং জীবনের চাপ ও একঘেয়েমি দূর করেছে।”*

লোকটি কয়েক সেকেন্ড আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন: — *“ধন্যবাদ, তুমি ধৈর্যের সঙ্গে আমার কথা শুনেছ। আমার প্রশ্ন শেষ। আর আমি স্বীকার করছি— আমি হেরে গেছি।”*

আমি বললাম: — *“জানো, তুমি হার মেনে নেওয়ার পর আমার কেমন লাগছে?”*

তিনি বললেন:m— *“নিশ্চয়ই খুব আনন্দ লাগছে!”*

আমি বললাম: — *“না, একদম না। বরং আমি খুবই দুঃখিত।”*

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন: — *“দুঃখিত? কেন?”*

আমি বললাম:— *“এবার আমার প্রশ্ন করার পালা।”*

তিনি বললেন:— *“করো।”*

আমি বললাম:— *“তোমার মতো আমার অনেক প্রশ্ন নেই। মাত্র একটি প্রশ্ন।”*

তিনি বললেন:— *“সেটা কী?”*

আমি বললাম:— *“আমি তো তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম, তোমার অনুমান সত্যি হলেও আমি আসলে কিছুই হারাব না। কিন্তু এবার আমার প্রশ্ন:*

‘যদি তোমার অনুমান ভুল হয়? যদি মৃত্যুর পর তুমি আবিষ্কার করো যে আল্লাহ সত্যিই আছেন, এবং কুরআনে বর্ণিত সব দৃশ্যই সত্য— তখন তুমি কী করবে?’”

তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঠোঁট নড়ল না। দীর্ঘক্ষণ নীরবতা। এমন সময় ওয়েটার খাবার নিয়ে এলো।

আমি বললাম:— *“এখন উত্তর দিতে হবে না। আগে খাই। উত্তর প্রস্তুত হলে আমাকে জানিয়ো।”*

আমরা খাবার শেষ করলাম। তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। আমিও তাঁকে বিব্রত করিনি।

আমরা স্বাভাবিকভাবেই বিদায় নিলাম। এক মাস পরে তিনি আমাকে ফোন করলেন।

বললেন, একই রেস্টুরেন্টে দেখা করতে চান। আমরা দেখা করলাম। করমর্দনের পর হঠাৎ তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর মাথা আমার কাঁধে। তিনি কাঁদছিলেন।

আমি তাঁর পিঠে হাত রেখে বললাম:— *“কী হয়েছে?”*

তিনি বললেন:— *“আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। আর তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেও এসেছি।*

আমি বিশ বছরেরও বেশি সময় নামাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার কথাগুলো আমার মাথায় ঘণ্টাধ্বনির মতো বাজতে শুরু করল। আমি ঘুমাতে পারছিলাম না। তোমার প্রশ্ন আমার আত্মা, মন এবং শরীরের ভেতরে এক ঝড় তুলেছিল। তারপর আমি আবার নামাজ শুরু করেছি। বিশ্বাস করো, আমি যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে নতুন এক আত্মা আমার দেহে প্রবেশ করেছে। এমন প্রশান্তি ও বিবেকের স্বস্তি আমি আগে কখনো অনুভব করিনি।”

আমি বললাম: — *“হয়তো সেই ঘণ্টাধ্বনি তোমার অন্তর্দৃষ্টিকে জাগিয়ে তুলেছে, যখন তোমার বাহ্যিক দৃষ্টি তোমাকে ব্যর্থ করেছিল।”*

তিনি বললেন: — *“হ্যাঁ, ঠিক তাই।*

أَيْقَظَتْ بَصِيرَتِي بَعْدَ أَنْ خَذَلَنِي بَصَرِي

‘আমার দৃষ্টি যখন আমাকে ব্যর্থ করেছিল, তখন আমার অন্তর্দৃষ্টি জেগে উঠেছে।’

তোমাকে অন্তরের গভীর থেকে ধন্যবাদ, প্রিয় ভাই।”

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

হে আল্লাহ! আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীর উপর আপনার শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষণ করুন। আমীন।

https://www.facebook.com/share/1B7Xv7jn1a/